তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

২০২৩ সালে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নীতি সুদের হার বৃদ্ধি করায় বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্পদের মূল্য (Asset Price) হ্রাস করতে পারে। আইএমএফ এর 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক এপ্রিল ২০২৪' অনুযায়ী ২০২৪ সালে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ৫.৯ শতাংশ, যা গত বছরের তুলনায় ১.১০ পারসেন্টেজ পয়েন্ট কম এবং মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপণ দাঁড়িয়েছে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের জন্য ২.৬২ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের জন্য ৮.৩ শতাংশ যা ২০২৩ সালে ছিল যথাক্রমে ৪.৬ শতাংশ এবং ৮.৩৪ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৯.০২ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৬.১৫ শতাংশ। এ ছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ মূল্যস্ফীতি ৯.৬৭ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি অক্টোবর ২০২৩ এ ৯.৯৩ শতাংশ। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ ৯.৪৪ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতি অক্টোবর ২০২৩ এ ১২.৫৬ শতাংশ। একই সময়ে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ ৯.৩৩ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরে খাদ্য বহির্ভূত সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০২৩ এ ৯.৪৭ শতাংশ। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২৩ (সাময়িক) অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৭৩.৪৬ মিলিয়ন (পুরুষ ৪৮.০১ মিলিয়ন এবং নারী ২৫.৪৫ মিলিয়ন)। এ শ্রমশক্তির মধ্যে ৭১.১১ মিলিয়ন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। কৃষি খাতে নিয়োজিত রয়েছে মোট শ্রমশক্তির ৪৫.০০ শতাংশ, সেবা খাতে নিয়োজিত রয়েছে মোট শ্রমশক্তির ৩৮.০০ শতাংশ এবং শিল্প খাতে নিয়োজিত রয়েছে মোট শ্রমশক্তির ১৭.০০ শতাংশ। ভিত্তি বছর ২০১০-২০১১ অনুসারে বাংলাদেশে শ্রমিকের মজুরি প্রবৃদ্ধির হার ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫.৫০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৭.০৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত প্রবাস আয় ছিল ২১,৬১০.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২.৭৫ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রেরিত প্রবাস আয় ১৫,০৭৭.৩৯ মিলিয়ন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.৬০ শতাংশ বেশি। টাকার বিনিময় হারের অবচিতি, ২.৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা, অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা আমানতের ক্ষেত্রে সুদের সীমা প্রত্যাহার, ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এ লেনদেনের উপর সর্বোচ্চ সীমা আরোপ, রেমিট্যান্স প্রেরণ ও গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজিকরণ করাসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। ফলে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং চলমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও রেমিট্যান্সের অন্তর্মুখী প্রবাহের ক্রমাগত বৃদ্ধি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের হ্রাসকে কিছুটা স্থিতিশীল করেছে।

বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

২০২১ সালে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নীতি সুদের হার বৃদ্ধি করায় বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ একদিকে যেমন সম্পদের মূল্য (Asset Price) কমাতে পারে, অন্যদিকে প্রয়োজনের তুলনায় অধিকতর শিথিল রাজস্ব নীতি পরবর্তী সময়ে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের সংশোধনের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। আইএমএফ এর 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক এপ্রিল ২০২৪' অনুযায়ী ২০২৪ এর মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপণ দাঁড়িয়েছে উন্নত দেশের জন্য ২.৬২ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশের জন্য ৮.৩ শতাংশ। সারণি ৩.১ ও লেখচিত্র ৩.১-এ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের ২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ের মূল্যস্ফীতির গতিধারা এবং ২০২৪ ও ২০২৫ সালের প্রক্ষেপণ দেখানো হলো:

সারণি ৩.১ঃ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি (%)

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪*	২০২৫*
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি	০.৩	০.৭	১.৭	২.০	১.৪	০.৭	৩.১	৭.২৮	৪.৬	২.৬২	২.০৫
বিকাশমান বাজার অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি	৪.৮	৪.৪	৪.৫	৪.৯	৫.১	৫.২	৫.৯	৯.৮	৮.৩	৮.৩	৬.২

উৎস: আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪ *প্রক্ষেপিত

লেখচিত্র ৩.১ ঃ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি

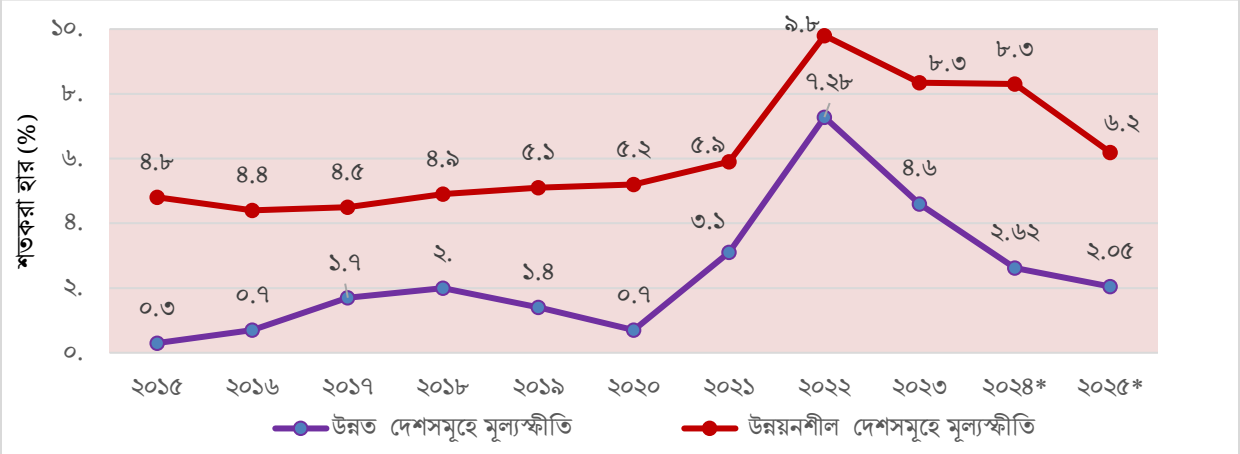

উৎস: আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক প্রতিবেদন, এপ্রিল ২০২৪ *প্রক্ষেপিত

বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক সংকটের যুদ্ধজনিত কারণে সরবরাহ চেইন ব্যাহত হওয়ায় জ্বালানি দাম বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানি মূল্যের উর্ধ্বমুখী সমন্বয় এবং ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতি চাপের কারণে দেশীয় বাজারে চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হয়। IMF কর্তৃক প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪' এর তথ্যমতে, ২০২৪ সালে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ৫.৯ শতাংশ, যা গত বছরের তুলনায় ১.১০ পারসেন্টেজ পয়েন্ট কম। সারণি ৩.২ এ ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতির গতিধারা এবং সারণি ৩.৩-এ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির গতিধারা উল্লেখ করা হলো:

সারণি ৩.২ঃ জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছর ২০০৫-২০০৬=১০০)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
সাধারণ সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৮১.৭৩ (৬.৭৮)	১৯৫.০৮ (৭.৩৫)	২০৭.৫৮ (৬.৪১)	২১৯.৮৬ (৫.৯২)	২৩১.৮২ (৫.৪৪)	২৪৫.২২ (৫.৭৮)	২৫৮.৬৫ (৫.৪৮)	২৭৩.২৬ (৫.৬৫)	২৮৮.৪৪ (৫.৫৬)	৩০৬.১৮ (৬.১৫)	৩৩৩.৮০ (৯.০২)
খাদ্য সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৯৩.২৪ (৫.২২)	২০৯.৭৯ (৮.৫৬)	২২৩.৮০ (৬.৬৮)	২৩৪.৭৭ (৪.৯০)	২৪৮.৯০ (৬.০২)	২৬৬.৬৪ (৭.১৩)	২৮১.৩৩ (৫.৫১)	২৯৬.৮৬ (৫.৫৬)	৩১৩.৮৬ (৫.৭৩)	৩৩২.৮৬ (৬.০৫)	৩৬১.৮৫ (৮.৭১)
খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৬৬.৯৭ (৯.১৭)	১৭৬.২৩ (৫.৫৫)	১৮৬.৭৯ (৫.৯৯)	২০০.৬৬ (৭.৪৩)	২০৯.৯২ (৪.৬১)	২১৭.৭৬ (৩.৭৪)	২২৯.৫৮ (৫.৪৩)	২৪৩.০০ (৫.৮৫)	২৫৫.৮৫ (৫.২৯)	২৭১.৯৮ (৬.৩১)	২৯৭.৫২ (৯.৩৯)

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৩.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল সর্বোচ্চ ৭.৩৫ শতাংশ, যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হয় সর্বনিম্ন ৫.৪৪ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৯.০২ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৬.১৫ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮.৭১ শতাংশ এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৩৯ শতাংশ। নিচের সারণি ৩.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি ছিল জুলাই ২০২৩ এ ৯.৬৯ শতাংশ ও ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ দাঁড়িয়েছে ৯.৬৭ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল অক্টোবর ২০২৩ এ ৯.৯৩। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল জুলাই ২০২৩ এ ৯.৭৬ শতাংশ যা ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ দাঁড়িয়েছে ৯.৪৪ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল অক্টোবর ২০২৩ এ ১২.৫৬ শতাংশ। একই সময়ে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০২৩ এ ছিল ৯.৪৭ শতাংশ যা ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ দাঁড়িয়েছে ৯.৩৩ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ডিসেম্বর ২০২৩ এ ৮.৫২ শতাংশ। সরকার মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার নিমিত্ত সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ কোটি উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে মার্চ ২০২৪ মাসে পণ্যাদি বিক্রয়ের নিমিত্ত বরাদ্দ প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

সারণি ৩.৩ ঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের (ফেব্রুয়ারি ২০২৪) মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা

(ভিত্তি বছর ২০২১-২২=১০০)

পর্যায়	মূল্যস্ফীতির ধরন	২০২২-২৩	জুলাই ২০২৩	আগস্ট ২০২৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	অক্টোবর ২০২৩	নভেম্বর ২০২৩	ডিসেম্বর ২০২৩	জানুয়ারি ২০২৪	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
জাতীয়	সাধারণ	৯.০২	৯.৬৯	৯.৯২	৯.৬৩	৯.৯৩	৯.৪৯	৯.৪১	৯.৮৬	৯.৬৭
	খাদ্য	৮.৭১	৯.৭৬	১২.৫৪	১২.৩৭	১২.৫৬	১০..৭৬	৯.৫৮	৯.৫৬	৯.৪৪
	খাদ্য-বহির্ভূত	৯.৩৯	৯.৪৭	৭.৯৫	৭.৮২	৮.৩০	৮.১৬	৮.৫২	৯.৪২	৯.৩৩
গ্রাম	সাধারণ	৯.০৮	৯.৭৫	৯.৯৮	৯.৭৫	৯.৯৯	৯.৬২	৯.৪৮	৯.৭০	৯.৪৮
	খাদ্য	৮.৮০	৯.৮২	১২.৭১	১২.৫১	১২.৫৩	১০.৮৬	৯.৬৬	৯.৪১	৯.২৮
	খাদ্য-বহির্ভূত	৯.৫৪	৯.৪৮	৭.৩৮	৭.৪২	৮.০১	৮.০০	৮.৪১	৯.১৯	৯.১০
শহর	সাধারণ	৮.৮৭	৯.৪৩	৯.৬৩	৯.২৪	৯.৭২	৯.১৬	৯.১৫	৯.৯৯	৯.৮৮
	খাদ্য	৮.৫৩	৯.৬৩	১২.১১	১২.০১	১২.৫৮	১০.৫৮	৯.৪৬	৯.৯৮	৯.৮৬
	খাদ্য-বহির্ভূত	৯.১৩	৯.২০	৮.৪৮	৮.১২	৮.৫০	৮.১৭	৮.৩৯	৯.৪৩	৯.৩৮

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মজুরি হার সূচক

বিবিএস ১৯৭৪ সাল হতে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করে। বর্তমানে ২০১০-১১ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক নির্ণয় করা হয়। সারণি ৩.৪ এ পরিবর্তিত ভিত্তি বছর অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মজুরি হার সূচক ও শ্রমিকদের মজুরি প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) উল্লেখ করা হলো:

সারণি ৩.৪ ঃ মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছর ২০১০-১১=১০০)

বছর	চলতি বাজার মূল্যে মজুরি হার সূচক				প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)			
	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা
২০১৩-১৪	১১৮.৮২	১১৮.৪৪	১১৯.০৭	১২০.১৬	৫.৫০	৫.৬৮	৪.৯৭	৫.৭৫
২০১৪-১৫	১২৪.৬৯	১২৪.৫১	১২৪.৩৮	১২৬.১৫	৪.৯৪	৫.১২	৪.৪৭	৪.৯৮
২০১৫-১৬	১৩২.৮১	১৩২.৪৮	১৩২.০২	১৩৬.০৩	৬.৫২	৬.৪১	৬.১৬	৭.৮৬
২০১৬-১৭	১৪১.৪৬	১৪১.২২	১৪০.২৭	১৪৫.০১	৬.৫০	৬.৫৯	৬.২৪	৬.৬০
২০১৭-১৮	১৫০.৫৯	১৫০.২৭	১৪৯.৪৫	১৫৪.৪৪	৬.৪৬	৬.৪০	৬.৫৫	৬.৫১
২০১৮-১৯	১৬০.২৩	১৫৯.৯২	১৫৮.৭৪	১৬৪.৭৮	৬.৪০	৬.৪২	৬.২২	৬.৬৯
২০১৯-২০	১৭০.৩৯	১৭০.২৮	১৬৮.২৪	১৭৫.৩৩	৬.৩৫	৬.৪৮	৫.৯৯	৬.৪১
২০২০-২১	১৮০.৮৩	১৮১.১৬	১৭৭.৫২	১৮৫.৯৯	৬.১২	৬.৩৯	৫.৫১	৬.০৭
২০২১-২২	১৯১.৮০	১৯২.২১	১৮৭.৮৩	১৯৯.৪২	৬.০৬	৬.১০	৫.৮৫	৬.৩২
২০২২-২৩	২০৫.৩০	২০৫.৬৯	২০১.০১	২১২.২৩	৭.০৪	৭.০১	৬.৯৭	৭.৩১

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

লক্ষণীয়, ২০১৩-১৪ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে (Nominal) মজুরি হার সূচক গড়ে প্রায় ৬.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ সূচক পূর্ববর্তী বছরের ১৯১.৮০ হতে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২০৫.৩০ পয়েন্টে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাতভিত্তিক মজুরির হার সূচক কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৭.০১ , ৬.৯৭ ও ৭.৩১ শতাংশ।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

বিবিএস দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) পরিচালনা করে থাকে। এ জরিপের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব সংক্রান্ত শ্রমবাজার ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের চিত্র পাওয়া যায়। ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে বিবিএস প্রকাশিত 'শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২৩' (সাময়িক) অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৭৩.৪৬ মিলিয়ন। এর মধ্যে পুরুষ ৪৮.০১ মিলিয়ন এবং মহিলা ২৫.৪৫ মিলিয়ন। কর্মক্ষম জনশক্তির মধ্যে ৭১.১১ মিলিয়ন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির বিভাজনে দেখা যায় যে, কর্মে নিয়োজিত জনশক্তির প্রধান অংশ প্রায় ৪৫.০০ শতাংশ কৃষিতে, ৩৮ শতাংশ সেবা খাতে ও ১৭ শতাংশ শিল্প খাতে নিয়োজিত রয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ২০২২ পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে) অংশ সারণি ৩.৫ এ দেখানো হলো:

সারণি ৩.৫: শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ (%)

(১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)

খাত	এলএফএস ১৯৯৫-৯৬	এলএফএস ১৯৯৯-০০	এলএফএস ২০০২-০৩	এলএফএস ২০০৫-০৬	এলএফএস ২০১০	এলএফএস ২০১৩	এলএফএস ২০১৫-১৬	এলএফএস ২০১৬-১৭	এলএফএস ২০২২
কৃষি, বনজ ও মৎস্য	৪৮.৮৫	৫০.৭৭	৫১.৬৯	৪৮.১০	৪৭.৩০	৪৫.১০	৪২.৭০	৪০.৬২	৪৫.৩৬
খনিজ ও খনন	-	০.৫১	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.৪০	০.২০	০.২০	০.০৯
ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.০৬	৯.৪৯	৯.৭১	১০.৯৭	১২.৩৪	১৬.৪০	১৪.৪০	১৪.৪৩	১১.২৬
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২৯	০.২৬	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.২০	০.৩০	০.২০	০.২১
নির্মাণ	২.৮৭	২.৮২	৩.৩৯	৩.১৬	৪.৭৯	৩.৭০	৫.৬০	৫.৫৮	৫.৪৪
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৭.২৪	১৫.৬৪	১৫.৩৪	১৬.৪৫	১৫.৪৭	১৪.৫০	১৩.৪০	১৪.৩৪	১২.৮৯
পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩২	৬.৪১	৬.৭৭	৮.৪৪	৭.৩৭	৬.৪০	৯.৪০	১০.৫০	৮.৫১
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	০.৫৭	১.০৩	০.৬৮	১.৪৮	১.৮৪	১.৩০	১.৬০	১.৯৭	৪.৫৬
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	১৩.৮০	১৩.০৭	৫.৬৪	৫.৪৯	৬.২৬	৬.২০	৬.২০	৬.০৮	৬.৯৪
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	-	-	৬.৩২	৫.৪৯	৪.২৪	৫.৮০	৬.২০	৬.০৮	৪.৭৪
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ, ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০২২ পর্যন্ত।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়

কোভিড-১৯ অতিমারি পরবর্তীতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং চলমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহের ক্রমাগত বৃদ্ধি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের হ্রাসকে কিছুটা স্থিতিশীল করেছে। শক্তিশালী শ্রমবাজার পরিস্থিতি, উচ্চ আয়ের দেশসমূহে মজুরি বৃদ্ধি, উপসাগরীয় সহযোগিতা, কাউন্সিল দেশসমূহে স্বল্প দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশে গমন করছেন। এছাড়া, টাকার বিনিময় হারের অবচিতি, ২.৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা, অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা আমানতের ক্ষেত্রে সুদের সীমা প্রত্যাহার এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এ লেনদেনের উপর সর্বোচ্চ সীমা আরোপসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে আশা করা যাচ্ছে অভিবাসীরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ অফিসিয়াল ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরণ করতে উৎসাহিত হবে। এছাড়া, বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা ও বৈশ্বিক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি রোধ করতে সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অভিবাসীদের জন্য রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান এবং রেমিট্যান্স প্রেরণ ও গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজিকরণ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ৮ লাখ ৫০ হাজার শ্রমিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে গমন করে। এই সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহে ঊর্ধ্বমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের বৃদ্ধি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৩.৬ ও লেখচিত্র ৩.২ এ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের সংখ্যা এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাহের গতিধারা দেখানো হলো:

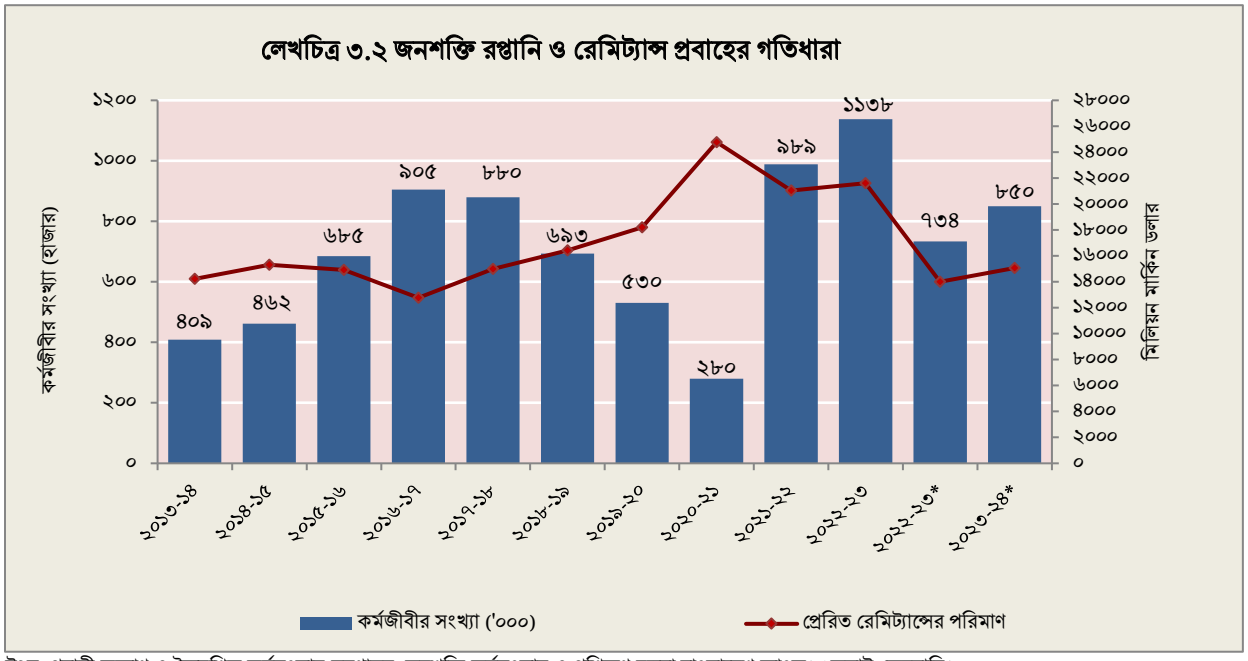

উৎস: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,বাংলাদেশ ব্যাংক। *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

সারণি ৩.৬ ঃ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (হাজার)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ			
		মিলিয়ন ডলার	প্রবৃদ্ধি (%)	কোটি টাকা	প্রবৃদ্ধি (%)
২০১৩-১৪	৪০৯	১৪২২৮.৩০	-১.৬১	১১০৫৮২.৩৭	-৪.৩৮
২০১৪-১৫	৪৬২	১৫৩১৬.৯১	৭.৬৫	১১৮৯৮২.৩২	৭.৬০
২০১৫-১৬	৬৮৫	১৪৯৩১.১৪	-২.৫২	১১৬৮৫৬.৭০	-১.৭৯
২০১৬-১৭	৯০৫	১২৭৬৯.৪৫	-১৪.৪৮	১০১০৯৯.৬২	-১৩.৪৮
২০১৭-১৮	৮৮০	১৪৯৮১.৬৯	১৭.৩২	১২৩১৫৬.০১	২১.৮২
২০১৮-১৯	৬৯৩	১৬৪১৯.৬৩	৯.৬০	১৩৮০০৭.০০	১২.০৬
২০১৯-২০	৫৩১	১৮২০৫.০১	১০.৮৭	১৫৪৩৫২.০০	১১.৮৪
২০২০-২১	২৮০	২৪৭৭৭.৭১	৩৬.১০	২১০১৩০.৬	৩৬.১৪
২০২১-২২	৯৮৯	২১০৩১.৬৮	-১৫.১২	১৮১৫৮০.৫৪	-১৩.৫৯
২০২২-২৩	১১৩৮	২১৬১০.৭৩	২.৭৫	২১৫০৭৩.৬১	১৮.৪৫
২০২২-২৩*	৭৩৪	১৪০১২.৬১	৪.২৭	১৩৬১৬৬.৮৮	১৮.৫২
২০২৩-২৪*	৮৫০	১৫০৭৭.৩৯	৭.৬০	১৬৫৮১২.৬৮	২১.৭৭

উৎস: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের অবদান দাঁড়ায় প্রায় ৪.৭৬ শতাংশ যা গত বছরের ৪.৫৭ শতাংশের তুলনায় সামান্য বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবাস আয়ের পরিমাণ মোট পণ্য রপ্তানির ৪২.২৯ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল মোট পণ্য রপ্তানির ৪২.৭১ শতাংশ। সারণি ৩.৭ এবং লেখচিত্র ৩.৩ এ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স দেখানো হলো:

সারণি ৩.৭ঃ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

অর্থবছর	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
জিডিপির শতকরা হার	৮.২৩	৭.৮৭	৫.৬৩	৫.১১	৪.৬৬	৪.৬৭	৪.৮৭	৫.৯৫	৪.৫৭	৪.৭৬
রপ্তানির শতকরা হার	৪৭.১৩	৪৯.০৮	৪৩.৫৯	৩৭.৫৪	৪১.২৯	৪১.৪৬	৫৬.৬৮	৬৭.১৪	৪২.৭১	৪১.২৯

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৩: জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

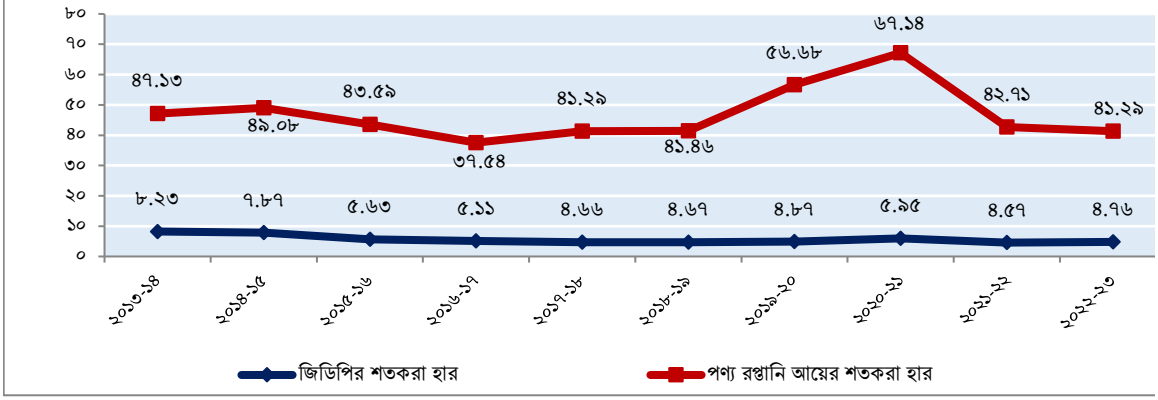

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি

সারণি ৩.৮ এ শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত কয়েক বছরে পেশাজীবী কর্মী গমনের তুলনায় দক্ষ কর্মী গমনের হার সন্তোষজনক।

সারণি ৩.৮ ঃ শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

সাল	পেশাজীবী	শতকরা হার	দক্ষ	শতকরা হার	আধাদক্ষ	শতকরা হার	স্বল্পদক্ষ	শতকরা হার	মোট
২০১২	৩৬০৮৪	৫.৯	১৭৩৩৩১	২৮.৫	১০৪৭২১	১৭.১	২৯৩৬৬২	৪৮.৫	৬০৭৭৯৮
২০১৩	৬৮৯	০.২	১৩৩৭৫৪	৩২.৭	৬২৫২৮	১৫.২	২১২২৮২	৫১.৯	৪০৯২৫৩
২০১৪	১৭৩০	০.৪	১৪৮৭৬৬	৩৫	৭০০৯৫	১৬.৪	২০৫০৯৩	৪৮.২	৪২৫৬৮৪
২০১৫	১৮২৮	০.৩৩	২১৪৩২৮	৩৮.৫৫	৯১০৯৯	১৬.৩৯	২৪৮৬২৬	৪৪.৭৩	৫৫৫৮৮১
২০১৬	৪৬৩৮	০.৬১	৩১৮৮৫১	৪২.০৮	১১৯৯৪৬	১৫.৮৩	৩০৩৭০৬	৪০.০৮	৭৫৭৭৩১
২০১৭	৪৫০৭	০.৪৫	৪৩৪৩৪৪	৪৩.০৭	১৫৫৫৬৯	১৫.৪৩	৪০১৭৯৬	৩৯.৮৪	১০০৮৫২৫
২০১৮	২৬৭৩	০.৩৬	৩১৭৫২৮	৪৩.২৫	১১৭৭৩৪	১৬.০৪	২৮৩০০২	৩৮.৫৫	৭৩৪১৮১
২০১৯	১৯১৪	০.২৭	৩০৪৯২১	৪৩.৫৫	১৪২৫৩৬	২০.৩৬	২৫০৭৮৮	৩৫.৮২	৭০০১৫৯
২০২০	৩৭৮	০.১৮	৬১৬৯০	২৮.৩৪	৯৪১২	৪.৩২	১৪৬১৮৯	৬৭.১৬	২১৭৬৬৯
২০২১	৮২৪	০.১৩	১২৯০৫৭	২০.৯১	১৯৮৭০	৩.২২	৪৬৭৪৫৮	৭৫.৭৪	৬১৭২০৯
২০২২	৩৬৪০	০.৩২	২৫২৩৬২	২২.২২	৪২৭৭১	৩.৭৭	৮৩৭১০০	৭৩.৬৯	১১৩৫৮৭৩
২০২৩	৫৪১৮৬	৪.১৫	৩২৩৯৮৬	২৪.৮২	২৭৪৮৬৬	২১.০৬	৬৫২৪১৫	৪৯.৯৮	১৩০৫৪৫৩

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

উক্ত সারণি ৩.৮ এবং লেখচিত্র ৩.৪(ক) ও ৩.৪(খ) থেকে দেখা যায় যে, ২০১২ সালে দক্ষ ও পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানির হার ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির যথাক্রমে প্রায় ২৮.৫০ শতাংশ ও ৫.৯ শতাংশ যা ২০২৩ সালে দাঁড়িয়েছে ২৪.৮২ শতাংশ ও ৪.১৫ শতাংশ। পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানির হার ছিল ২০১২ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট জনশক্তি রপ্তানির ০.২ শতাংশ থেকে ৫.৯ শতাংশ পর্যন্ত।

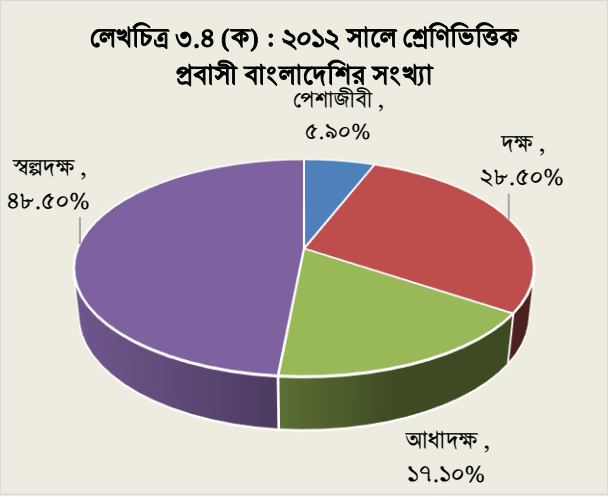

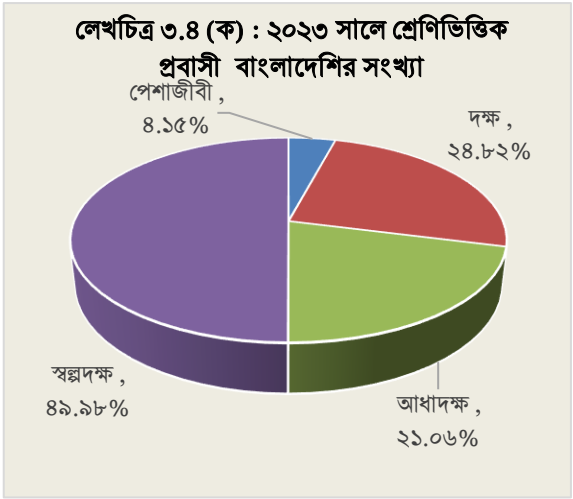

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক

দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাস আয়

কোভিড-১৯ অতিমারির পরবর্তী সময়ে জিসিসি দেশসমূহে স্বল্প দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বাড়ায় বেশিরভাগ বাংলাদেশি প্রবাসী সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার এবং সিঙ্গাপুর গিয়েছে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) মোট ৮,৫০,০৩৫ জন শ্রমিক অভিবাসী হয়েছেন। দেশভিত্তিক কর্মসংস্থানের তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালে (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) ৩,৬৪,৮৬৯ জন বাংলাদেশি শ্রমিক সৌদি আরবে গিয়েছে, যা মোট অভিবাসনের ৪২.৯২ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে মালয়েশিয়া (২২.৮৩%), সংযুক্ত আরব আমিরাত (৮.৬৯%), ওমান (৬.০৬%), কাতার (৫.৭১%), সিঙ্গাপুর (৩.৯৫%) এবং অন্যান্য দেশ (৫.৬৯%)।

সারণি ৩.৯ এ ২০১৪ হতে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা এবং লেখচিত্র ৩.৫ (ক) ও ৩.৫ (খ) এ ২০১৪ এবং ২০২৪ সালের জন্য দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা দেখানো হলো:

সারণি ৩.৯ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা

সাল	সৌদি আরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	কাতার	লেবানন	জর্ডান	অন্যান্য	সর্বমোট
২০১৪	১০৬৫৭	৩০৯৪	২৪২৩২	২৩৩৭৮	১০৫৭৪৮	৫১৩৪	৫৪৭৫০	৮৭৫৭৫	১৬৬৪০	২০৩৩৮	৭৪১৩৮	৪২৫৬৮৪
২০১৫	৫৮২৭০	১৭৪৭২	২৫২৭১	২০৭২০	১২৯৮৫৯	৩০৪৮৩	৫৫৫২৩	১২৩৯৬৫	১৯১১৩	২২০৯৩	৫৩১১২	৫৫৫৮৮১
২০১৬	১৪৩৯১৩	৩৯১৮৮	৮১৩১	৭২১৬৭	১৮৮২৪৭	৪০১২৬	৫৪৭৩০	১২০৩৮২	১৫০৯৫	২৩০১৭	৫২৭৩৫	৭৫৭৭৩১
২০১৭	৫৫১৩০৮	৪৯৬০৪	৪১৩৫	১৯৩১৮	৮৯০৭৪	৯৯৭৮৭	৪০৪০১	৮২০১২	৮৩২৭	২০৪৪৯	৪৪১১০	১০০৮৫২৫
২০১৮	২৫৭৩১৭	২৭৬৩৭	৩২৩৫	৮১১	৭২৫০৪	১৭৫৯২৭	৪১৩৯৩	৭৬৫৬০	৫৯৯১	৯৭২৪	৬৩০৮২	৭৩৪১৮১
২০১৯	৩৯৯০০০	১২২৯৯	৩৩১৮	১৩৩	৭২৬৫৪	৫৪৫	৪৯৮২৯	৫০২৯২	৪৮৬৩	২০৩৪৭	৮৬৮৭৯	৭০০১৫৯
২০২০	১৬১৭২৬	১৭৪৪	১০৮২	৩	২১০৭১	১২৫	১০০৮৫	৩৬০৮	৪৮৮	৩৭৬৯	১৩৯৬৮	২১৭৬৬৯
২০২১	৪৫৭২২৭	১৮৪৮	২৯২০২	১১	৫৫০০৯	২৮	২৭৮৭৫	১১১৫৮	২৩৫	১৩৮১৬	২০৮০০	৬১৭২০৯
২০২২	৬১২৪১৮	২০৪২২	১০১৭৭৫	১০	১৭৯৬১২	৫০০৯০	৬৪৩৮৩	২৪৪৪৭	৮৫৮	১২২৩১	৬৯৬২৭	১১৩৫৮৭৩
২০২৩	৪৯৭৬৭৪	৩৬৫৪৮	৯৮৪২২	০১	১২৭৮৮৩	৩৫১৬৮৩	৫৩২৬৫	৫৬১৪৮	২৫৯৪	৬৪৭	৮০৫৮৮	১৩০৫৪৫৩
২০২৪*	৩৬৪৮৬৯	২৫৫৬৩	৭৩৮৪১	১	৫১৫০৬	১৯৪০৬৪	৩৩৬০৪	৪৮৫৩২	২০৬০	৭৬২৪	৪৮৩৭১	৮৫০০৩৫

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। লেখচিত্র ৩.৫ (ক) এবং ৩.৫ (খ) থেকে দেখা যায়, ২০১৪ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির সিংহভাগ ২৪.৮৫ শতাংশ হয়েছে ওমানে এবং ২০২৪ সালে হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬.০৬ শতাংশে। অন্যদিকে, সৌদি আরবে ২০১৪ সালে জনশক্তি

রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির মাত্র ২.৫০ শতাংশ হলেও ২০২৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কাতারে ২০১৪ সালে ২০.৫৮ শতাংশ জনশক্তি রপ্তানি হলেও ২০২৪ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৫.৭১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মালয়েশিয়ায় ২০১৪ সালে জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির মাত্র ১.২১ শতাংশ হলেও ২০২৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২২.৮৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বাহরাইন, সিংগাপুর, জর্ডান, লেবাননে জনশক্তি রপ্তানি ২০১৪ সালের তুলনায় ২০২৪-এ হ্রাস পেয়েছে। পক্ষান্তরে, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েত-এ জনশক্তি রপ্তানি ২০১৪ সালের তুলনায় ২০২৪-এ বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখচিত্র ৩.৫ (ক): ২০১৪ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

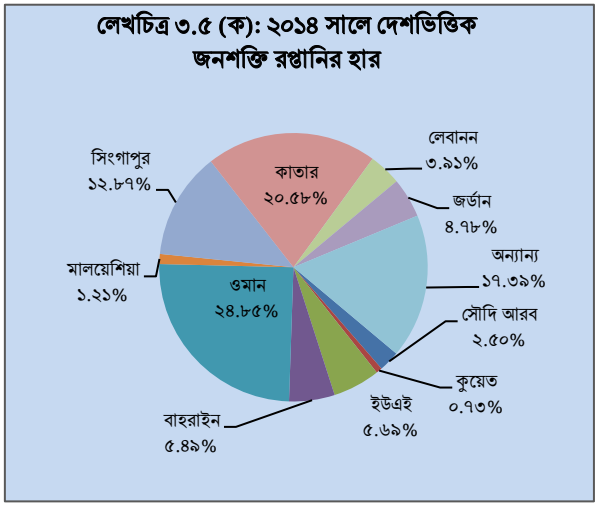

লেখচিত্র ৩.৫ (খ): ২০২৪ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

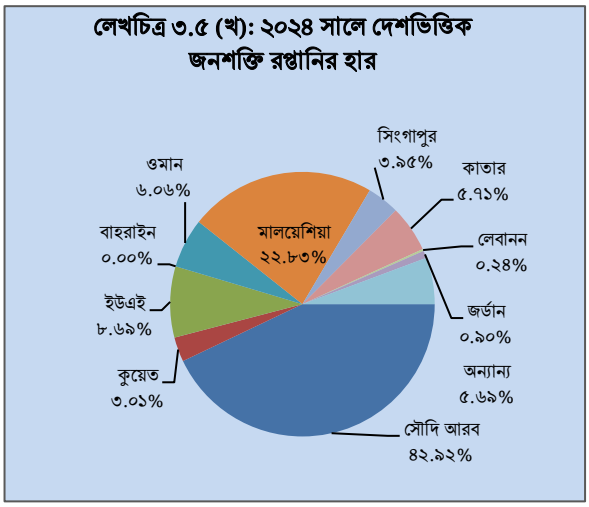

উৎস: জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত) দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের তথ্য হতে দেখা যায় যে, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে এসেছে। যেখানে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে সর্বাধিক রেমিট্যান্স (১৯.৩%) এসেছে। এছাড়া, যুক্তরাজ্য থেকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে, যা প্রায় ১২.৫ শতাংশ। এর পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে সৌদি আরব (১১.৯%), যুক্তরাষ্ট্র (১১.১%), কুয়েত (৬.৫%) এবং মালয়েশিয়া (৬.৪%)। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত রেমিট্যান্সের আন্ত:প্রবাহের দেশভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যানের শতকরা অংশ এবং দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ সারণি ৩.১০ এবং লেখচিত্র ৩.৬-এ দেখানো হলো:

সারণি ৩.১০: দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	সৌদি আরব	সংযুক্ত আরব আমিরাত	কাতার	ওমান	কুয়েত	বাহরাইন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	অন্যান্য	সর্বমোট
২০১৩-১৪	৩১১৯.৬	২৬৮৪.৯	২৫৭.৫	৭০১.১	১১০৬.৯	৪৫৯.৪	২৩২৩.৩	৯০১.২	১০৬৪.৭	৪২৯.১	১১৮০.৬	১৪২২৮.৩
২০১৪-১৫	৩৩৪৫.২	২৮২৩.৮	৩১০.২	৯১৫.৩	১০৭৭.৮	৫৫৪.৩	২৩৮০.২	৮১২.৩	১৩৮১.৫	৪৪৩.৪	১২৭২.৯	১৫৩১৬.৯
২০১৫-১৬	২৯৫৫.৬	২৭১১.৭	৪৩৫.৬	৯০৯.৭	১০৪০.০	৪৯০.০	২৪২৪.৩	৮৬৩.৩	১৩৩৭.১	৩৮৭.২	১৩৭৬.৬	১৪৯৩১.১
২০১৬-১৭	২২৬৭.২	২০৯৩.৫	৫৭৬.০	৮৯৭.৭	১০৩৩.৩	৪৩৭.১	১৬৮৮.৯	৮০৮.২	১১০৩.৬	৩০০.৯	১৫৬৩.১	১২৭৬৯.৫
২০১৭-১৮	২৫৯১.৬	২৪৩০.০	৮৪৪.১	৯৫৮.২	১১৯৯.৭	৫৪১.৬	১৯৯৭.৫	১১০৬	১১০৭.২	৩৩০.২	১৮৭৫.৬	১৪৯৮১.৭
২০১৮-১৯	৩১১০.৪	২৫৪০.৪	১০২৩.৯	১০৬৬.১	১৪৬৩.৪	৪৭০.১	১৮৪২.৯	১১৭৫.৬	১১৯৭.৬	৩৬৮.৩	২১৬০.৯	১৬৪১৯.৬
২০১৯-২০	৪০১৫.২	২৪৭২.৬	১০১৯.৬	১২৪০.৫	১৩৭২.২	৪৩৭.২	২৪০৩.৪	১৩৬৪.৯	১২৩১.৩	৪৫৭.৪	২১৯০.৭	১৮২০৫.০
২০২০-২১	৫৭২১.৪	২৪৪০.০	১৪৫০.২	১৫৩৫.৬	১৮৮৬.৫	৫৭৭.৭	৩৪৬১.৭	২০২৩.৬	২০০২.৪	৬২৪.৯	৩০৫৩.৭	২৪৭৭৭.৭
২০২১-২২	৪৫৪২.০	২০৭১.৯	১৩৪৬.৫	৮৯৭.৪	১৬৮৯.৬	৫৬৬.৬	৩৪৩৮.৪	২০৩৯.২	১০২১.৯	৩৮৫.২	৩০৩৩.১	২১০৩১.৭
২০২২-২৩	৩৭৬৫.৩	৩০৩৩.৯	১৪৫২.৭	৭৯০.৭	১৫৫৫.২	৫২৮.৩	৩৫২২.০	২০৮০.৪	১১২৫.৯	৪২৩.৩	৩৩৩৩.১	২১৬১০.৮২
২০২২-২৩*	১৮৯৬.৫	২৪৮০.১	৯৪৮.৭	৪৩৮.৬	১০১৯.৩	৩১৯.১	২৪৯৭.২	১২৪৮.৩	৭৩২.৩	২৫২.২	২১৮০.৩	১৪০১২.৬
২০২৩-২৪*	১৭৮৭.৩	২৯০৬.১	৭৫০.৬	৬০৩.১	৯৭৫.৬	৩৬৪.৩	১৬৭৫.১	১৮৮০.৮	৯৬৯.১	৩৮৬.১	২৭৭৯.৩	১৫০৭৭.৪

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরো, বাংলাদেশ। *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

লেখচিত্র ৩.৬: ২০১৩-১৪ এবং ২০২৩-২৪* অর্থবছরের দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র

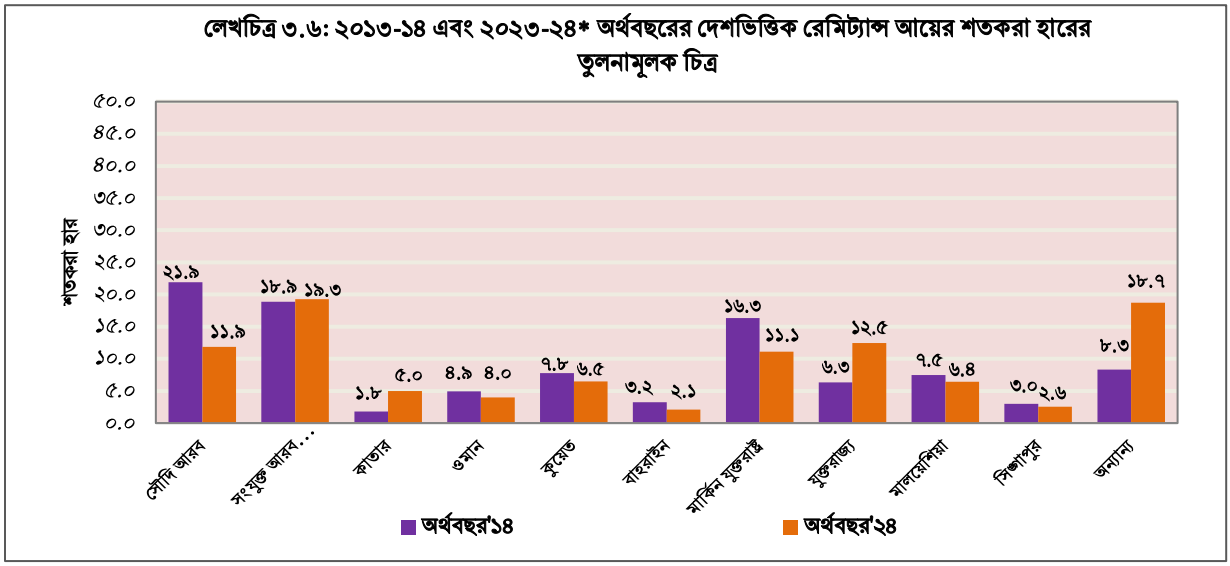

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক । * জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

ক) শ্রমবাজার সম্প্রসারণ

মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও সুপরিচিত শ্রমবাজার। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শ্রমিকদের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত শ্রমবাজার ছাড়াও বর্তমানে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্য সরকার একটি আলাদা শ্রমবাজার গবেষণা সেল গঠন করেছে। জাপানের সাথে বাংলাদেশ হতে গৃহকর্মী প্রেরণের বিষয়ে একটি সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্প্রতি গ্রীস, মালদ্বীপ এবং ব্রুনাইয়ের সাথে কর্মী প্রেরণের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণের চাহিদা নিরূপণের জন্য ৫৩টি দেশের শ্রমবাজারের উপর গবেষণা করা হয়েছে। পোল্যান্ড, আলবেনিয়া, রোমানিয়া, স্লোভেনিয়া, উজবেকিস্তান, বসনিয়া-হারজেগোবিনা ও কম্বোডিয়ায় নতুন শ্রমবাজার হিসেবে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।

খ) অভিবাসন ব্যয় হ্রাস

বাংলাদেশে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অন্যতম প্রধান অন্তরায় উচ্চ অভিবাসন ব্যয়। এ ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে শ্রমবাজারসমূহে দেশভিত্তিক সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন নিয়োগকারী সংস্থা বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)

কর্তৃক বিনা ব্যয়ে অথবা সর্বনিম্ন অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। সৌদি আরব, কাতার, জর্ডান, হংকং, লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বিনা খরচে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। বোয়েসেল এর মাধ্যমে জুলাই ২০০৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১,২১,৫২৬ জন কর্মীকে জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া ও হংকংসহ বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন

- বিশ্বের শ্রমবাজারে অধিক সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের লক্ষ্যে ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং ১০৪ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মোট কর্মীর সংখ্যা ১৩,৭০,০৭০ জন, যার মধ্যে নারী কর্মীর সংখ্যা ৩,৬০,২৫৮ জন।
- বিদেশগামী নারী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)'র মাধ্যমে ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী নারীর সংখ্যা ২,৯১,৭৫৪ জন।
- কারিগরি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে এবং ৩৭ টি টিটিসি উদ্বোধন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

ঘ) অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান, অনলাইনে ভিসা যাচাই, প্রতারিত কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধাসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজেশন করার মাধ্যমে ডাটাবেইজড নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। ডাটাবেস নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ড দিয়ে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হচ্ছে। বিমানবন্দরে বিদেশগামী কর্মীদের বিড়ম্বনা ও প্রতারণা বন্ধকরণের জন্য তাদের তথ্য স্মার্টকার্ডে লিপিবদ্ধ করে পুনরুদ্ধার করা হয়।

ঙ) অভিবাসনখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নতুন আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি-২০১৬' এবং 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩' সংশোধন করে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন-২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত আইনে উচ্চ অভিবাসন ব্যয় গ্রহণকারী বা অসাধু রিক্রুটিং এজেন্ট এর বিরুদ্ধে কারাদন্ড ও অর্থদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত আইনে অভিবাসী কর্মীদের যে সকল সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার পাশাপাশি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। সম্প্রতি কর্মীদের বীমা বেনিফিট ২ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ ২ বছর থেকে ৫ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।

সংযোজনী ৩.১

শ্রম উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শিল্পে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মধ্য দিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, শ্রম আইন বাস্তবায়ন এবং তা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগীকরণ, জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ এবং শ্রম ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন শিশুশ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, সমকাজে সমমজুরী নির্ধারণ ইত্যাদি অর্জনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

(ক) নিয়মিত কার্যক্রম

- **শ্রম পরিদর্শন:** দেশের সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর লক্ষ্য। সে উদ্দেশ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে এ অধিদপ্তর কাজ করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৪৭,৮২৬টি এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৩৪,০০৮টি পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- **অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি:** কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তা নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৪,৮৭৩টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মোট ৪,৭৮১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৩,৬৪৫টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মোট ৩,৪৮০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- **শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা:** বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১,১৪৮টি এবং মামলা নিষ্পত্তি করা হয় ৪৯৫টি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১,০৩৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৩৭৬টি।
- **প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ:** কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৬,৮০৫ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। মালিক কর্তৃক শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৭৫.১৩ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৭,০৯৬ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ২৬.৩২ কোটি টাকা।
- **শিশুকক্ষ স্থাপন:** কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৩১৮টি এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১৮৫টি শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।
- **লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন:** ২০২২-২৩ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ১০,২০৫টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ৩১,৩৩৮টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৪,৬৬৬টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ২৬,১৩৪টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে।
- **কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ:** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শন চেকলিস্টের বিধানগুলো প্রতিপালনে 'এ' শ্রেণীভুক্ত হলে, কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স কারখানা হিসেবে ধরা হয়। কমপ্লায়েন্স কারখানাগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ধারা এবং বিধি প্রতিপালন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২,০৭৬টি কারখানায় এরূপ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১,৪৪০টি কারখানায় এরূপ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে।

- **কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান:** দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৬টি দুর্ঘটনায় আহত ৩৪ জন শ্রমিক এবং নিহত ৩৫ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৬৮.৪৫ লক্ষ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ২৪টি দুর্ঘটনায় আহত ১৩ জন শ্রমিক এবং নিহত ৩৭ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ১.০০ কোটি টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- **সেইফটি কমিটি গঠন:** কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ৭৮০টি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৭,৩৬৭টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) বিশেষ কার্যক্রম:

- **শ্রম পরিদর্শন ডিজিটালাইজেশন:** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন প্রবর্তন একটি বড় উদ্যোগ। এজন্য ৬ মার্চ ২০১৮ লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) নামে একটি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এটি একইসঙ্গে মোবাইল ও ওয়েবসাইটভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন, যার মাধ্যমে অধিদপ্তরের সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৮ সালে LIMA উদ্বোধনের পর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৭৫,২৪৯টি পরিদর্শন কার্যক্রম এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- **জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন:** পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদনের জন্য রাজশাহীর তেরখাদিয়ায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSRTI)-এর নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের এই ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা সহজতর হবে।
- **উদ্ভাবনী ও ডিজিটাল কার্যক্রম:** বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী সকল কারখানা/প্রতিষ্ঠানকে অধিদপ্তর থেকে কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং কারখানা/প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক Labour Inspection Management Application (LIMA) সফটওয়্যারের মাধ্যমে কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের আবেদন এবং কারখানা/প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন করা যাচ্ছে। লাইসেন্স ফি জমা দেওয়ার জন্য কোন ব্যাংকে যেতে হয় না। ২০১৮ সালে LIMA উদ্বোধনের পর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাস পর্যন্ত উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে মোট ১২,৪৬৫টি নতুন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, ৩,৫৮৬টি কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ২২,৪৩২টি লাইসেন্সের নবায়ন প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান প্রধান সেবাসমূহ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে 'পাবলিকলি এক্সেসিবল ডাটাবেইজ' নামক অনলাইন তথ্যভান্ডার চালু করা হয়েছে। ডাইফ ওয়ান ক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেমে সকল মাঠ পর্যায়ের উপমহাপরিদর্শকগণ তাদের স্ব স্ব কার্যালয় হতে রিপোর্টিং সিস্টেমের লগইন পেজে প্রবেশ করে প্রধান কার্যালয় হতে চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত টেমপ্লেটে/কলাম এ রিপোর্টিং এর কাজ সম্পন্ন করতে পারছেন। সেবাসমূহ আরো সহজ ও সংশ্লিষ্টদের দোরগোঁড়ায় পৌঁছানোর জন্য 'শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকথা' নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, শ্রমিক ও শ্রম সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ, এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনকে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে হট-লাইন কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের অনুদান মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিক ও তাদের পরিবারের নিকট পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

- **সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম:** বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ড বা বিডার নেতৃত্বে ঝুঁকিপূর্ণ কলকারখানা ও শিল্প-সেক্টর সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিদর্শনের লক্ষ্যে এই সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়। সফটওয়্যারটির মাধ্যমে পূর্বে থেকেই কনফিগার করা চেকলিস্টের মাধ্যমে পরিদর্শন করা যায়, পরিদর্শন সম্পন্ন করে Corrective Action Plan (CAP) এবং পরিদর্শন বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যায়। ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড বা বিডা কর্তৃক ৫,২০৬টি ও ৫,০০১টি পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়।